সুখেন্দু বোসের
প্রযোজনায়
বোসার্ট প্রোডাকসন্স
লিমিটেড
প্রিয়তমা
Still Photo Service
21-5-48

প্রিয়তমা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সুরশিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সংলাপ—বিপ্রদাস ঠাকুর
চিত্রশিল্পী—সুহৃদ ঘোষ

গীতকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্প নির্দ্দেশক—বীরেন নাগ

শব্দযন্ত্রী—
- গান—গৌর দাস
- আর, সি, এ শব্দ যন্ত্রে
- কথা—মান্না লাডিয়া
- বি, এ, এফ, শব্দ যন্ত্রে

ব্যবস্থাপনা—
- শ্যাম সুন্দর চন্দ্র
- প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়
- দ্বিজেন ব্রহ্মচারী
- সবুজ মল্লিক

তত্ত্বাবধায়ক—অর্দ্ধেন্দু ভূষণ বসু ও বিনয়েন্দু ভূষণ বসু

কর্ম্মসচিব— গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পটশিল্পী—শিবপদ ভৌমিক

রূপসজ্জা— রামু ও গোস্বামী
সজ্জাকর— মদন ও গোবর্দ্ধন

স্থিরচিত্র শিল্পী
- ষ্টীলফটো সার্ভিস
- ও
- সত্য সান্যাল

চিত্র পরিস্ফুটনে
- ফিল্ম সার্ভিস
- ও
- ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও

সঙ্গীত অনুস্থতি— এইচ, এম, ভি (নিউম্যান)

আলোক নিয়ন্ত্রক—প্রমোদ দাস ও চুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায়—প্রতুল ঘোষ
চিত্রশিল্পে—অজয় মিত্র, শান্তি গুহ, বিজয় দে
শিল্প নির্দ্দেশনায়—অবিনাশ চক্রবর্ত্তী
আলোক নিয়ন্ত্রণে—তিনকড়ি ও রমাপদ

সঙ্গীত পরিচালনায়—সুশীল চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রে—মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক ও সনাতন
সম্পাদনায়—অনীত মুখোপাধ্যায় ও
ধারাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রপুরী ও ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিচয় লিপি

পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, আরতি মজুমদার, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা রায়, মাষ্টার দিলীপ, রেবা বোস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর চৌধুরী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আরতি দাস, প্রীতিধারা, শঙ্করী, আশা, কৃষ্ণা, মিহির, শ্যামল, ধীরেন, সন্ধ্যা, সুনীত, অরুণ, প্রেমতোষ, উমাপদ, পাঁচুবাবু, আরো অনেকে।

পরিবেশক :— গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স

কাহিনী.....পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

উজ্জ্বলালোকিত কলমুখরিত বিবাহ বাসর নয়,—কোন প্রকারে দুটি হাত এক করে দিয়ে একঘরে হওয়ার দায় থেকে রক্ষা পাওয়ার সামান্য আয়োজন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের আট বছরের মেয়ে, আর বিত্তবান, দোর্দণ্ড প্রতাপ রায় বাহাদুরের চৌদ্দ বছরের ছেলে। বিয়ে হয়ে গেল,—কিন্তু গোলমাল হ'ল পণের টাকা আর অলঙ্কারের পরিমাণ নিয়ে। পাত্র নিয়ে ওরা চলে গেল,—ভেঙ্গে দিয়ে গেল একটি সংসারের শান্তি, আর তারই সাথে একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভীরু আশা আর আকাঙ্ক্ষা.....

* * * * *

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের গৃহে আর কেউ নেই বেঁচে। শুধু রয়েছে মেয়েটি। আশ্রয় পেয়েছে দূর সম্পর্কের মামার বাড়ীতে। তিনি জমিদার--হৃতমান হৃতৈশ্বর্য—দেনার দায়ে বসত বাড়ী পর্য্যন্ত বাঁধা,—কিন্তু আছে আত্মাভিমান—মরে গেলেও নিজের মান ছাড়বেন না—ভাগ্যের কাছে হার স্বীকার তিনি করবেন না। তাঁরই ভাঙ্গা ঘরে রয়েছে সে,—ম্লান, ঝরা পুষ্পের মতোই কী ?

...অন্যদিকে ছেলেটীও বড় হয়েছে,—শিক্ষায়, দীক্ষায় দশের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতোই—পিতার মৃত্যু দিয়েছে তাকে প্রচুর সম্পদের অধিকার,—সুন্দরী স্ত্রী আর চাঁদের মতো সন্তান। কিন্তু এলো আঘাত—ভাঙলো সাজানো সংসার।—প্রিয়াহীন পুরুষ আর মাতৃহীন বালক নীরব ব্যথায় শূন্য সংসারে ঘুরে বেড়ায়.....

* * *

মনোজ—সাহিত্যের অধ্যাপক। সংসারের জটিলতা তার অজানা-- জীবনে অবলম্বন তার কবির গান আর কবির বাণী। তার চারিপাশে রয়েছে অমলা, ব্রজবল্লভ আর রেবা।

রেবা—আধুনিকা—চিন্তায় এবং কর্ম্মে ; তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ভারতীয় হলিউডের-স্বপ্নদেখা দেবু রায়, এস্কোয়ারের কামনা,—রেবার কাছে অবশ্য তার কোন দামই নেই। তার স্বপ্ন রয়েছে মনোজকে ঘিরে। যোগীবরের ধ্যান তাকে ভাঙতেই হবে,—যে ভাবেই হ'ক।

...আর রয়েছে গৌতম—আট বছরের ছেলে। মেট্রনের কড়া শাসনে মানুষ। নির্ধারিত সময়ে ভিটামিন চার্ট দেখে খেতেই হবে,—ক্ষিদে থাকুক, আর নাই থাকুক। উদাসীন, স্নেহময় পিতার অন্তর সে পায়, সঙ্গ পায়না। নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটে মায়ের স্মৃতি নিয়ে—ঘুমের ঘোরে ফুঁপিয়ে উঠে —মা! মা!

* * * * *

অধ্যাপকের বিগতা স্ত্রীর প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী। কিন্তু অনুষ্ঠানের মাঝ-খানেই অতিথিবৃন্দের মাঝে সুরু হয় চাপা হাসি আর কানাকানি ;—প্রেরণা যোগায় দেবু রায়, এস্কোয়ার,—লক্ষ্য, মনোজ আর রেবার গোপন সম্পর্ক। ক্ষুব্ধ অপমানিত মনোজ ছেলের হাত ধরে চলে আসে অনুষ্ঠানের কাজ অসমাপ্ত রেখেই।

* * * *

রাতের গভীরে গ্র্যাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে ছোট্ট একটি গাড়ী। ঘর ছাড়া মনোজ আর গৌতম,—নগরজীবনের কুশ্রীতা থেকে মুক্তি নিয়ে চলেছে কোথায় তারা অজানার পথে।

সামনে কে ঐ দাঁড়িয়ে ?—পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা খায় গাছের সঙ্গে। তারা নেমে পড়ে।...

শ্রীল শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার। মাতাল। তারই শ্রীহীন বাড়ীতে মনোজ পায় নিরালা আশ্রয়, আর গৌতম পায় মুখর আনন্দভরা জীবনের আস্বাদ। দিনগুলো কাটে সজীব জীবনের বার্ত্তা বহন করে,—রাতের অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডাকে দুয়োরাণী সুয়োরাণীর দেশে ...

...মৃন্ময়ী। ভাগ্যহতা, স্বামী পরিত্যক্তা। গৌতম কি তারই ছেলে হ'তে পারতনা ? হয়তো পারত। নইলে কেন শুধুই চোখে আসে জল,—মনের কথা বুঝিবা চেপে রাখা যায় না.....

এমনিভাবেই কেটে যায় দিনগুলি,—অলসভাবে মধুরভাবে, জীবনের অজানা মোড়ের আভাষ জানিয়ে। কিন্তু তবু ফিরে যেতে হবে। ওঁরা সন্ধান পেয়ে গেছে,—ব্রজবল্লভ, অমলা আর রেবা। কিন্তু গৌতম? তার বত্রিশ নাড়ীর বাঁধন যে এখানে জড়িয়ে গেছে,—তাই অজানা, অচেনা মৃন্ময়ী হ'য়ে গেছে, 'ভালোমা'। তবু তাকে ফিরে যেতে হবে,—সভ্য সমাজের উপযুক্ত ছেলে তৈরী হ'তে হবে.....

...আবার সেই পুরানো জীবন। এক ঘেয়েমি, সংকীর্ণতা।

* * • •

গৌতমের অসুখ। কেবলই প্রলাপ বকছে. ভালোমা! ভালোমা! ভালোমা!

মনোজ এসেছে মৃন্ময়ীকে নিয়ে যেতে ;—তার মাতৃহারা সন্তান—তাকে বাঁচাতেই হবে .....

গৌতম রেহাই পেল মৃত্যুর কবল থেকে, কিন্তু মৃন্ময়ী রেহাই পেলনা কুৎসার হাত থেকে। তাই আবার সে ফিরে যাবে তার শূন্য, নিঃসঙ্গ অতীত জীবনে।... মনোজ স্থির করলো রেবাকে বিয়ে করবে।

* * * * *

এ বাড়ীর প্রতিটি কক্ষে, প্রতিটি দেওয়ালে ধ্বনিত হচ্ছে আকুল আহ্বান —ভালোমা! ভালোমা! ভালোমা!—কিন্তু কোথায় ভালোমা?

রেবা কি জানে ভালোমা কোথায়?—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানে।... কিন্তু রেবা বলবেনা,—কিছুতেই জানাবেনা এই উদ্ধত বালককে তার ভালোমা কোথায়। তাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় নীচে জল! বাতাস! ডাক্তার!... গৌতম চোখ মেলে চায়। সে কি তার ভালো মাকে ফিরে পেলো? তারপর—

* * * * *

আমাদের দ্বিতীয় নিবেদন

পরিণতি

কাহিনী ও প্রযোজনা—শ্রীসুখেন্দু বসু

(১)

গুড্ ইভ্নিং,
এভ্রি বডি গুড ইভনিং।
ম্যয় থোয়াব দেখা হুঁ—
দি পিটার্স অফ মাই হার্ট ইজ রিঙ্গিং,
এ্যাণ্ড আই এ্যাম সিঙ্গিং, লা—লা লা।
লো দি এঞ্জেল, দি এঞ্জেল ইজ কাম,
ও মাই বেবী, মাই ডারলিং, ফর দি আই
ডু হাম—
ও মাই ডারলিং,
আই শ্যাল মেক ইউ গ্রেটার দ্যান গ্রেটা
এ্যাণ্ড মার্লিন।
আগর তুম বুরা না মানো,
আই উড লাইক টু ডান্স,
যদি আপনারা দয়া কোরে দেন একটু চান্স—
আই উড্ লাইক টু ডান্স,
লা—লা—লা—লা—।
আই উড্ লাইক টু ডান্স;
বিলকুল্ ঘাবড়ায়ে যাবে ইংল্যাণ্ড, ম্যারিকা
আউর ফ্রান্স।
দেখতে আসবে ছুটে আমাদের নায়িকাকে,
সো চারমিং এণ্ড ব্রাইট্—
অঙ্গে শাড়ীর ফোল্ডস্, ও হোয়াট্ টাইট্।
যেন ষ্ট্রিম্লাইনড্ বডি—
না—না—স্কার্ট এ কন্টুরি লুকস্ মোর গ্যাডি—
এ্যাণ্ড লুক শী ইজ হিয়ার্,
মাই প্রেশাস্ এ্যাণ্ড প্রেশাস্ ডিয়ার।
লা—লা—লা—লা—
আগর তুম্ বুরা না মানো;
আই উড্ লাইক টু ডান্স,
দয়া করে যদি দেন একটু চান্স
লা—লা—লা—লা—

—দেবুর গান

(২)

কুঞ্জের গুঞ্জন শোন ঐ; আকাশে আঁকা তারা গোন ঐ,
উৎসব-দীপ নিভে যায়।
তবু তোমার হৃদয় যেন জানে,
শুনি তোমার চরণ-ধ্বনি প্রাণে—
তুমি যেন আছ মোর গানে।
আঁচলের, ছায়াটুকু ঝরায়ে, আধো গাঁথা মালা বুকে
জড়ায়ে—
(তুমি) এসো কাছে উৎসব শেষ হয়ে যায়—
দূরে কেন আছো অভিমানে।
কেন ধরা নাহি দাও মোর সুরে,
(জানি) প্রিয় হয় প্রিয়তর যদি রয় দূরে।
বকুলের বেলা গেল বহিয়া, তুমি আসিবেনা যায় যেন
কহিয়া—
উৎসব দীপ নিভে যায়, সুর তবু লেগে রয় কানে॥

—রেবার গান

(৩)

এসো আরো কাছে সরে—
স্বপ্ন মায়ায় আঁখির ছায়া দাও ভরে।
মুকুলের নববাসে;
ব্যাকুলিত অবকাশে,
রব আমি তব পাশে,
নিকুঞ্জ-ছায়ে ঐ কিশলয় যায় ঝরে।
কেটে যাক্ রাত মধুর মৈতালীতে,
পূর্ণিমা-ঝরা শুভ এ লগনে শুভ্র বৈতালীতে।
কেন শুধু যাও সরে;
কেন নাহি চাও মোরে,
এ হৃদয় দাও ভরে—
সেই মধুনামে বারবার ডাকো মোরে॥

—রেবার গান

(৪)

খোকন-সোনা চাঁদের কণা ঘুমায় রে—
বাঁশ বাগানের ফাঁকে যে চাঁদ চুপে চুপে ডাকে—
তারই চুমায় রে।

আয় ঘুম আয়, খোকা ঘুম যায়—
(খোকন ঘুমায় রে, চাঁদের চুমায়)
দুধ সাগরে ঢেউ দিয়েছে, ক্ষীর সাগরে চল ;
হীরের গাছে মোতির কুসুম করছে ঝলমল ;
পক্ষীরাজের পিঠে রাজা কুমার নিয়ে সাথে,
দিক-হারানো দুঃসাহসে চলেন মৃগয়াতে।
বন-বেতসের পাতায় ঢাকা কুটির খানি তার,
(নিঝুম চারি ধার)
দুয়োরাণী কাঁদেন একা, নিঝুম চারিধার,
তেপান্তরের পারে রাজা, পেলেন যেথা ঠাঁই—
দুয়োরাণীর কুটির সে যে কভু ভাবেন নাই।
মরা গাঙে এলো জোয়ার, ঘুচলো অভিমান—
সোনার ছেলে পেয়ে বুকে ভরলো রাণীর প্রাণ॥
আদর করে দু'গালে তার আঁকলো কতো চুমো
কইল, "আমার ভাঙ্গা খাটে রাঙ্গা কুমার ঘুমো॥"
দুটি নয়ন মেলে—
কইল, "খোকন 'আর জনমে ছিলেম
তোমার ছেলে'॥"

—মৃন্ময়ীর গান

(৫)

স্মরণের এই বালুকা বেলায়,
চরণ চিহ্ন আঁকি,
তুমি চলে গেছ দূরে বহুদূরে
শুধু পরিচয়টুকু রাখি।
দীপ নিভে যায় মালা ত' শুকায়,
নয়নের জল নয়নে লুকায়—
একি মরীচিকা একি তবে ওগো
আলেয়ার মত ফাঁকি।
তুমি ত' জাননা গোপনে হৃদয়ে মোর
লিখেছি তোমার নাম,
সুরে সুরে আর নয়নের জলে—
লিখেছি তোমার নাম।
ব'লে যাও এ কি নিঠুর খেলায়
মোর সব কিছু কেন রেখেছ হেলায়—
আয়োজন যদি মিছে হয়ে যায়,
কেন তবে পিছু ডাকি॥

—রেডিওর গান

কেশকলাপ নির্ব্বাচনে
অতুলনীয় ও অপরিহার্য্য

জেম কেমিক্যাল :: কলিকাতা

বোসার্ট প্রোডাকসন্স লিঃ—২।১ পার্ক সাইড রোড হইতে শ্রীনির্ম্মল মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সুরামিট এণ্ড কোম্পানীর, এ, পি, ওয়ার্কস, ১১, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, হইতে শ্রীসত্যেন মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।